দৈনিক বাংলা

42

তারিখ 18 FEB 1992
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

সাক্ষরতা ও দারিদ্র্যমোচন

যে-দেশের মানুষ যত বেশি সাক্ষর ও শিক্ষিত সে-দেশ তত অগ্রসর, উন্নত ও সমৃদ্ধ। বস্তুত, যে কোনো দেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধি জনগণের সাক্ষরতা, শিক্ষা এবং মানবসম্পদের উন্নয়নের ওপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল।

সাক্ষরতা ও শিক্ষা ছাড়া জনগণের মেধা, প্রতিভা ও কর্মশক্তির এবং জ্ঞান ও দক্ষতার যথার্থ বিকাশ সাধন সম্ভব নয়। এজন্যে শিক্ষালাভ তো বটেই, নিদেনপক্ষে সবার সাক্ষরতা অর্জন অত্যাবশ্যক। সাক্ষরতা অর্থ শুধু নামসই করাই নয়, পড়তে এবং লিখতে জানাও। কেন না, দারিদ্র্য দূর ও উন্নয়নের এ-ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প নেই বললেই চলে। বাস্তব কারণেই বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও প্রখ্যাত লেখক ডক্টর আবদুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দীন সাক্ষরতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বাংলা একাডেমীর অমর একুশের বক্তৃতায় 'বাংলাদেশের ২০ বছর শিক্ষা ও পরিক্রম' শীর্ষক বিষয়ের মূল প্রবন্ধে তিনি বলেছেন যে, সাক্ষরতার হার বাড়ানো ছাড়া মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং গভীর দারিদ্র্য ও দুর্গতি থেকে মুক্তির সহজ কোনো পথ নেই। বস্তুত, ডক্টর মুতীর এই বক্তব্য খুবই বাস্তবোচিত, গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবহ। কেন না, আমাদের মতো জনবহুল, দারিদ্র্যপীড়িত দেশে এবং শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সীমিত সুযোগ-সুবিধার মধ্যে জনগণের সবাইকে শিক্ষিত করে তোলা, উচ্চশিক্ষা দেয়া কঠিন, হয়তো সম্ভবও নয়। অথচ মানবসম্পদ উন্নয়ন আমাদের দারিদ্র্য দূর করার স্বার্থেই অপরিহার্য। আর এ কারণেই জনগণকে সাক্ষর করে তোলা এবং অন্ততপক্ষে প্রাথমিক শিক্ষা দেয়া অত্যাবশ্যক। দেশের শিক্ষাবঞ্চিত বয়স্ক জনগণকে অক্ষরজ্ঞান দেয়া এবং সাক্ষর করে তুলতে পারলে তারাও অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে সাধ্যমত অবদান রাখতে পারবে। নিজেরাই অর্জন করতে পারবে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা ও জ্ঞান।

জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করা, নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং জনগণকে সাক্ষর ও শিক্ষিত করে তোলার লক্ষ্যেই বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার সাক্ষরতা, গণশিক্ষা, সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ইত্যাদি কর্মসূচী বাস্তবায়নের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। কেননা, স্বাধীনতার পর গত বিশ বছরে সাক্ষরতার যে হার বেড়েছে তা ৩২ শতাংশ হলেও, প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই সীমিত। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী সফল করে তোলার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারসহ, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য দূর করতে হলে এ হার দ্রুত বাড়ানো ছাড়া গত্যন্তর নেই। বস্তুত, গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা এবং গণতন্ত্রকে সুফলপ্রসূ করে তোলার জন্যও দেশের বয়স্ক জনগণসহ সবাইকে নিদেনপক্ষে সাক্ষর করে তোলা দরকার, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্মমুখী শিক্ষা দেয়া আবশ্যক। অর্থকরী, উৎপাদনমুখী ও উন্নয়নমূলক শিক্ষাই আমাদের এই দারিদ্র্যপীড়িত দেশে হতে পারে উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক মুক্তির চাবিকাঠি।